agribarta.com
কৃষকের চোখে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর ২০১৯, মঙ্গলবার

শিরোনাম:

একজন ব্যতিক্রমী উপাচার্য ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ

সিভাসু প্রতিনিধি: ১৪ অক্টোবর ২০১৯, সোমবার, ১০:৩৪ ক্যাম্পাস বিভাগ

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) প্রতিবছরই ইন্টার্নশিপের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ সহ আসেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীরা। এসবই সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড.গৌতম

বুদ্ধ দাশের সক্রিয় তৎপরতায়। তিনি ছোট ক্যাম্পাসটিকে দিয়েছেন অনন্যরুপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে করে যাচ্ছেন নিরলস পরিশ্রম। দক্ষ ভেটেরিনারিয়ান তৈরীর লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখানে তৈরী করেছেন এস.এ কাদেরী টিচিং ভেটেরিনারি হাসপাতাল,যেখানে প্রতিনিয়ত শত শত প্রাণীর চিকিৎসা দেয়া হয়। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাও হাতে-কলমে শিখতে পারছেন। এমন সুযোগ বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক বিশ্ববিদালয়েই পাওয়া যায়। দক্ষ ভেটেরিনারিয়ান তৈরীর উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহযোগিতায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও পাচ্ছে এখানে কাজ করার এবং মান উন্নয়নের সুযোগ। এসব উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য তিনি পেয়েছেন "পরিবর্তনের নায়ক" ক্যাটাগরিতে স্ট্যান্ডার্ড চ্যার্টার্ড চ্যানেল আই কৃষি পদক- ২০১৯।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ সব সময়ইই ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করেন। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যে ক্লাসও নেন। সাধারণত প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে ভিসি বিরোধী আন্দোলোন কিন্তু সিভাসুতে ঘটছে ঠিক অন্যরকম ঘটনা। শত ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সময় কাটাতে ক্লাসও নেন প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ। ছাত্র-ছাত্রীরাও উপভোগ করেন ভিসি স্যারের ক্লাস।

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ জাহেদুল হাসান এগ্রিবার্তাকে জানান- শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতাপূর্ন পাঠদানের উপর। সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমাদের উপাচার্য মহোদয় আমাদের সাথে যথেষ্ট সহজসুলভ ও আন্তরিকতাপূর্ন ভাবে প্রতিটা টপিকস আলোচনা করেন। এতে করে আমাদের সকলের প্রতিটি টপিকস বুজতে সহজসাধ্য হয়। সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, একজন সুশিক্ষক হিসেবে তিনি সফল, একইভাবে তিনি উপাচার্য হিসেবেও বেশ সফল। এর জন্য তাঁকে আধুনিক সিভাসুর রূপকার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

আরেকজন শিক্ষার্থী নাদিয়া আফরিন জানান- স্যার আমাদের Poultry Nutrition and Feed Milling Technology Coarse এর ক্লাস নেন। স্যারের ক্লাস বেশ উৎসাহের সাথে করি আমরা। ক্লাসের ফাকে ফাকে স্যারের দেওয়া অনুপ্রেরণামূলক কথা এবং Short tips গুলো আমাদের ব্যক্তিজীবন এবং কর্মজীবন উভয়ক্ষেত্রের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সিভাসুর উপাচার্যের এসব কাজ প্রশংসার দাবিদার। তিনি মাদক ও জঙ্গি মুক্ত ক্যাম্পাস গড়ার জন্য করে যাচ্ছেন নিরলস পরিশ্রম।